৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২ আশ্বিন – ৮ আশ্বিন, ১৪২৭ ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর – ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 46, 19 SEPTEMBER - 25 SEPTEMBER, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর **সাবস্ক্রাইব** করুন আমাদের **ইউ টিউব** চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত কেন চালু

করা হয়নি তা জানতে চারটি রাজ্যকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও এই প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে দিল্লি, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানা।

রবিবার : মস্কোয় ভারত ও চিনের বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক হলেও

মতানৈক্য রয়েই গেল দুদেশের মধ্যে। বৈঠকের পর লাদাখ সীমান্তে সেনা অবস্থান আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা ভারত বিবৃতিতে বললেও চিনের বিবৃতিতে মোটেই তা নেই।

সোমবার : দীর্ঘ আলোচনার পর নানা স্বাস্থ্যবিধি সঙ্গে করে সবার জন্য

চালু হল কলকাতা মেট্রো। খুব বেশি যাত্রী সমাগম না হলেও স্মার্ট কার্ড রিনিউ, ই-পাস সংগ্রহ সহ বিধি-ব্যবস্থায় খুশি যাত্রীমহল।

মঙ্গলবার : ভোট বড় বালাই। সামনে বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যে।

তাই বছরখানেক আগে সরকারের মনে পড়েছে সনাতন ধর্মের পুরোহিতদের কথা। তাদের দেওয়া হবে মাসে হাজার টাকা করে। তবে ভাতার অঙ্কে কেন ইমামদের সঙ্গে ফারাক সে প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যেই।

বুধবার : সামনের সারিতে লড়াই করা করোনা যোদ্ধাদের স্বাস্থ্যবিমার

মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিল বিমার মেয়াদ। তা ৬ মাস বাড়িয়ে মার্চ অবধি করা হল।

বৃহস্পতিবার : করোনা রোগীর মৃতদেহ পাওয়া নিয়ে রাজ্যে কম

বিতর্ক হয়নি। সৎকার নিয়েও নানা অভিযোগ। হাইকোর্ট পরিবারের লোকের উপস্থিতিতে সৎকারের নির্দেশ দিতেস পুরসভা শ্মশান থেকে বিধি মেনে চিতাভস্ম দেওয়ার ঘোষণা সিদ্ধান্ত নিল।

শুক্রবার : গঙ্গার ঘাটে পুলিশ ও তার রক্তচক্ষু থাকলেও রেডিওতে

মহিষাসুরমর্দিনী বেজে ওঠার পরেই সেখানে শুরু হয়ে গেল পিতৃ পুরুষের প্রতি তর্পণ। তবে করোনা সংক্রমণের ভয়ে অন্যান্য বারের তুলনায় ঘাটে ঘাটে ভিড় ছিল কিছুটা কম।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পরিবর্তনের জোড়া ব্যর্থতায় হতাশায় ভুগছে বাঙালি

ওঙ্কার মিত্র : আশা ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও কুখ্যাত কংগ্রেসী জমানার নৈরাজ্য পেরিয়ে বাংলা শান্ত হবে, সমৃদ্ধ হবে। তাই বিপুল জনসমর্থনে পরিবর্তন এসেছিল ১৯৭৭ সালে। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। সর্বহারারা ভেবেছিল এবার তাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। কৃষকদের আশা ছিল কাস্তের মান রাখবে বামপন্থীরা। শ্রমিককুল উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল হাতুড়ির জয় হল বলে। কিন্তু সেই সুখানুভূতি বেশিদিন টেঁকেনি। মরিচঝাঁপির সংগঠিত হত্যাকাণ্ড দিয়ে শুরু হল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের অভিযান। পিছু পিছু এল আনন্দমার্গী হত্যা, ধানতলা-বানতলা, নানুর-সিঙ্গুর-নেতাই। এল নির্বাচনী প্রহসন, তোষণের রাজনীতি। এল তোলাবাজি, দাদাগিরি, সিন্ডিকেট। এল দুর্নীতি, এল স্বজনপোষণ। প্রথম দিকে ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠা সহ কয়েকটি সুকর্ম যে হয়নি তা নয়, তবে তা কখনই মানবিক উদ্দেশ্য সাধন করে নি, রয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসাবে। ফলে কৃষি লাটে উঠেছে, শিল্প পাততাড়ি গুটিয়েছে। কৃষক আরও শীর্ণকায় হয়েছে, শ্রমিক হয়েছে কর্মহীন। মৌলিক পরিবর্তন তো দূরঅস্ত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছেড়ে বামপন্থী কমরেডরা সংসদীয় গণতন্ত্রের জলে নেমে পুঁজিবাদী জলকেলিতে এমন মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে সেখান থেকে তাদের তোলা দায় হয়ে গিয়েছিল। ঠেলে যখন বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হল তখন দেখা গেল ক্ষমতার পাঁকে কমরেডদের নাক মুখ কান, স্নায়ুতন্ত্র রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। লাল শরীর থেকে বেরোচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহারের দুর্গন্ধ।

এমন অধঃপতন সহ্য করা যায় না। এককাট্টা হলেন বুদ্ধিজীবীরা। মনে মনে ফের জোট বাঁধল মানুষ। হোর্ডিং লাগল 'পরিবর্তন'-এর।

২০১১ সালে ১৯৭৭ সালের আশাহত পরিবর্তন সরিয়ে বাংলায় এল আরও এক পরিবর্তন। অনেকটা রবীনহুডের কায়দায় দলবল সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতার মাটিতে গেড়ে যাওয়া বাম সরকারের জগদ্দল পাথরটাকে একাই সরিয়ে দিলেন অতি সাধারণ এক লড়াকু নেত্রী। এক ঝলক ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস বয়ে নিয়ে এলেন উত্তপ্ত বাংলায়। বললেন বদলা নয় বদল চাই। আশায় বুক বাঁধল মানুষও। এবার নিশ্চয়ই দাদাগিরি, সিন্ডিকেট, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের বদল হবে। গড়ে উঠবে শিল্প, ফের সোনার বাংলার উন্মেষ হবে। বিচার হবে মরিচঝাঁপি- বিজন সেতু গণহত্যার। পর্দা ফাঁস হবে ২১ জুলাই গুলি চালনার, টাটার সঙ্গে সিঙ্গুর চুক্তির। নতুন ভোরের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলেন শ্রমিক, কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ।

কিন্তু পরিবর্তনের আশা যে এবারেও মুখ থুবড়ে পড়েছে তা পাঁচ বছর যেতে না যেতেই বুঝে গিয়েছে বাঙালি। কয়েকদিনের নিরবতার পরেই ফিরে এসেছে দাদাগিরি, সিন্ডিকেট, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ। নতুন করে যুক্ত হয়েছে সারদা, নারদ, কাটমানি। সাত বছরের মাথায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সন্ত্রাস সংগঠিত হয়েছে তাতে ম্লান হয়ে গিয়েছে কমরেডদের ক্যারিশ্মাও। তারপর থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে খুন, জখম, ধর্ষণ, গুলি-বোমার রাজনীতি। উন্নয়নের উৎসব থেমে গিয়ে ৯ বছরের মাথায় ঘাস ফুলের কর্মী নেতারা একে অপরের মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত। গোটা দলটাই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত। নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এর মাঝে পড়ে সাধারণ মানুষ কোনঠাসা।

মানুষের এই অসহায় অবস্থা দেখে ফের উঁকি মারছে পরিবর্তনের হাতছানি। এবার আশা জাগাতে মাঠে নেমেছে দেশের সবচেয়ে বড় দল। পরিবর্তনের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন। বাঙালির মনে লাগতে শুরু করেছে গেরুয়া আভা। সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বাঙালি কি সত্যিই তৃতীয় পরিবর্তনের জন্য মন স্থির করে ফেলেছে? পরিবর্তনের ব্যর্থ কপাল বাঙালির মনের হদিশ পাওয়া দুষ্কর। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রতিবাদী, সংস্কৃতিমনা, রাজনীতি সচেতন বাঙালির মনের বিশ্বাসকে খতম করেছে ডান-বাম রাজনীতির বিষ। এ বিষ তুলে বাঙালির মনে ফের পরিবর্তনের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে তুলতে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ, তরজা-খেউড় প্রকৃত ওষুধ নয়। মৃতপ্রায় হানাহানি দীর্ন বাঙলা চায় গঠনের রাজনীতি। ক্ষমতায় এলে কেমন হবে বাংলার শিল্পচিত্র, সত্যি কি মাঠ-ঘাট জুড়ে সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হবে? ছাত্র-ছাত্রীরা কি শান্তিতে স্কুল-কলেজ করতে পারবে? জাতীয় মেধা তালিকায় কি প্রাধান্য পাবে বাংলা? শ্রমিক-কৃষক-বেকার যুবক-যুবতী কি কাজ পাবে? সচ্ছলতার মুখ দেখবে? কিভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাঙালির মনের অবিশ্বাস মোচন করতে হবে। এখনও গেরুয়া শিবির সেদিকে হাঁটেনি। তৈরি হয়নি বাঙলা গঠনের খসড়া। রাস্তায় নেমে জঙ্গি আন্দোলন বা নিত্য বিবৃতি বাঙালির অবিশ্বাসী মনে পরিবর্তনের ক্ষুধা জাগাতে পারবে না। চাই নতুন বাংলা- সমৃদ্ধ বাংলা গড়ার পরিকল্পনা। যে সুচারু রূপে তা রচনা করতে পারবে আগামী দিনে বাঙালির মন জয় করবে সেই রাজনৈতিক শক্তি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হুঁশিয়ারী

সোসাল মিডিয়ায় তৎপর আইএস ভুয়ো পোস্ট থেকে সাবধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিষেণ রেড্ডি জানালেন, ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও জঙ্গি সংগঠন 'ইসলামিক স্টেট' বা আইএস প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর গতবছর আইএস জঙ্গি সংগঠন বাংলায় পোস্টার দিয়ে হুমকি দিয়েছিল।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, মূলত জামাতুল মুজাহিদিন এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় আইএস জঙ্গি গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করছে। বেশ কিছুদিন আইএস জঙ্গি গোষ্ঠী নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতিতে একটা ধর্মীয় মেরুকরণের বাতাবরণ তৈরি হতেই আইএস আবার তৎপর হয়েছে। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন সংখ্যালঘু এলাকায় শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মগজ ধোলাই করে ভারত বিদ্বেষী প্রচার চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর জানতে পেরেছে এর জন্য চালাচ্ছে।

বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কান্ডেও আইএসের যোগসূত্র রয়েছে

বিভিন্ন সোসাল সাইটে মিথ্যা গুজব ও ধর্মীয় হানাহানির ভুয়ো ছবি পোস্ট করে এ রাজ্যে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর ওই সোসাল সাইটগুলোতে নজরদারী বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ রাজ্যে আইএসের তৎপরতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ভোটব্যাঙ্ক ফেরাতে বিধানসভা ভিত্তিক পর্যালোচনা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই একুশের বিধানসভা নির্বাচন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে স্পষ্ট হয়েছে, রাজ্য জুড়ে শাসকদলের ভোট ব্যাঙ্কে যথেষ্ট ভাঙন ধরেছে। সেই হারানো ভোট ব্যাঙ্ককে ফিরে পেতে তৃণমূল কংগ্রেস এখন মরিয়া। এজন্য আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর কর্মসূচিও অব্যাহত রেখেছে তৃণমূল। একারণে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতানেত্রীদের সরিয়ে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্বের হাতে সংগঠনের ক্ষমতা তুলে দিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে আস্থা ফেরাতে উদ্যোগী দল। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রে মধ্যে বারাকপুর ও বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র দুটি হাতছাড়া হাওয়ায় প্রমাণিত একদিকে যেমন শিল্পাঞ্চলের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, তেমনই মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কের আস্থাও হারিয়েছে তৃণমূল। পাশাপাশি সরকারি শূন্যপদে স্থানী নিয়োগ না হওয়ায় শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে বাড়ছিল ক্ষোভের মাত্রা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোভিড ১৯ সংক্রমণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ দেওয়া এবং আমফান দুর্নীতি, বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল। এই ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্যে বিধানসভাভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক শুরু হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, নিচুতলার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দলকে ভাবিয়ে তুলছে। যার জেরে বিভিন্ন জায়গায় কমবেশি

তৃণমূল
আমার আপনার বাংলার

সঙ্ঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পুর প্রশাসনও বিরোধী দলগুলির প্রশ্নবাণে জর্জরিত। অন্যদল থেকে কিছু সংখ্যক সমর্থকরা এলেও বেশি সংখ্যক কর্মী সমর্থকদের দলত্যাগ চিন্তা বাড়িয়েছে। যদিও প্রশাসনে দুর্নীতি বন্ধের জন্য আগেই সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবুও এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী দলীয় নেতা-কর্মীদের জন্য পুর ও পঞ্চায়েত স্তরে সাধারণ ও গ্রামীণ মানুষের তৃণমূলের প্রতি আস্থা কমেছে। আবার অনেক প্রবীণ নেতা নিজেদের গুরুত্ব কমে যাবার ভয়ে তরুণ প্রজন্মের হাতে ক্ষমতা দিতে চাইছেন না। গ্রামে গ্রামে জব কার্ড দিয়েও সব শ্রমিককে কাজ দিতে পারেনি প্রশাসন। এ কারণে ক্ষতিপূরণের আবেদনপত্র নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। ফলে হারানো ভোট ব্যাঙ্ক ফিরে যাবার লক্ষ্যে দলের পক্ষ থেকে বিধানসভা ভিত্তিক পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বাগদা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তরুণ ঘোষের নেতৃত্বে এক বিশেষ বৈঠক হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভানেত্রী প্রতিমা রায়, আঞ্চলিক যুব নেতা সরোজ বিশ্বাস, ছাত্রনেতা শানু বিশ্বাস, স্মরজিত ঢালি সহ আঞ্চলিক বিভিন্ন নেতৃত্ব। এই বৈঠকে নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে।

চাকুরি প্রার্থীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'দিদিকে বলে হয়নি কাজ , হায় হায় সরকার চাকরিটা দরকার।' এই স্লোগানকে সামনে রেখেই বুধবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভে সামিল হওয়ার পাশাপাশি কোচবিহার জেলা শাসককে ডেপুটেশন দিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রুপ ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড -২০১৭ এর চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা।

এদিন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সীমাহীন ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। ২০১৭সালের ২০মে এই পরীক্ষা

নেওয়া হয়েছিল। ধাপে ধাপে উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল সংশ্লিষ্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে। প্রথম ধাপে ৬হাজার উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ করার কথা বলা হলেও ৫হাজার ৪২২জনকে নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক ওয়েটিং হিসেবে থাকলেও তাদের নাম আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি সংশ্লিষ্ট এই রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে। কোচবিহার জেলায় এই ওয়েটিং চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা কত? তাও প্রকাশ করেনি বোর্ড। সংশ্লিষ্ট এই বিষয় নিয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের দপ্তরে তথ্য চাইতে গেলে প্রত্যাখ্যাত হতে হয় এই চাকরিপ্রার্থীদের। নবান্নের শরণাপন্ন হলেও তাদের সাথে গরু ছাগলের মতো ব্যবহার করা হয় বলে এদিন অভিযোগ তোলেন আন্দোলনকারীরা।

এরপর তিনের পাতায়

দীর্ঘ বঞ্চনার দাবি নিয়ে আমরণ অনশনে স্বাস্থ্যকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যাবত কালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভাতা বেড়েছে প্রায় ১৩০০ শতাংশ, আর বিধায়কদের ভাতা বেড়েছে কয়েকশো গুণ। অথচ ২০১২ সালে যে ভাতা পেতেন বহুমুখী পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীরা, আজও তারা সেই ভাতাই পাচ্ছেন। কোনওরকম ইনক্রিমেন্ট হয়নি তাদের। ২০১১ সালে নতুন সরকারকে পেয়ে যারা সব পেয়ে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, আজ সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলনে দীর্ঘ ৩৫দিন যাবত কোচবিহার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে আমরণ অনশনরত এই বহুমুখী পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে দেখা করে একথাই বললেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। এদিন তিনি সংকটাপন্ন এই স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে দেখা করে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, এদের দাবি মেনে নিয়ে এদের মুক্তি দিন, কারণ এদের পরিবার আছে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকার, অবিলম্বে তা পালন করতে হবে। হয় প্রতিশ্রুতি পালন করুন, না হলে গদি ছাড়ুন। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে এদিন এই হুঁশিয়ারি ছুঁড়ে দেন সেলিম। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন ডিওয়াইএফআই কোচবিহার জেলা সম্পাদক শম্ভু চৌধুরী।

এরপর তিনের পাতায়

মহালয়ার ভোরে গঙ্গার ঘাটে পিতৃ তর্পণ। ছবি : অরুণ লোধ

করোনা পরিস্থিতিতে এবার থিম ছেড়ে ফিরছে সাবেকীয়ানা

কুনাল মালিক : বিগত ৭ মাস করোনা ভাইরাসের সঙ্গে ঘর করতে করতে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আমূল পরিবর্তন এসেছে। মাস্ক, স্যানিটাইজার, কোয়ারেন্টিন, সোসাল ডিসট্যান্স নানা শব্দ বন্ধনী এখন আমাদের মুখে মুখে। পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু করে রথযাত্রা ইদলফেতর, সবেবরাত বিবাহ সহ নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আনন্দও মাটি হয়েছে। সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া। যদিও এক মাসের বেশি সময় এখনও বাকি। তবুও মহালয়ার পরই শুরু হয়েছে কাউন্টডাউন। পুজো উদ্যোক্তা এবং সাধারণ মানুষের মনে পুজো নিয়ে নানা সংশয় আছে। সেই সংশয়ের মধ্যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মহালয়ার দিন ট্যুইট করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কোভিটের জন্য আমাদের উৎসব উদযাপন অনেক বিধি নিয়মে বাধা পড়েছে। কিন্তু দুর্গাপুজোর উদ্দীপনাকে কোনো ভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবেনা। মুখ্যমন্ত্রীর এই ট্যুইছে বাংলার মানুষ যথেষ্ট চাঙ্গা। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন মূল মণ্ডপ ছাড়া পূজা প্রাঙ্গণের বাকি অংশ যেন খোলা মেলা থাকে।

একচালা প্রতিমার চাহিদা তুঙ্গে

অঞ্জলি দিতে যেন ঠেলাঠেলি না হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এবার কলকাতা থেকে গ্রাম মফস্বলের থিমের হুজুগ প্রায় ম্লান হতে চলেছে। সাবেকীয়ানার পুজো ফিরতে চলেছে। ফিরতে চলেছে ঐতিহ্যের একচালার প্রতিমা। কলকাতার স্বনামধন্য থিম মেকারদের ছেড়ে পুজো উদ্যোক্তারা এবার মৎশিল্পীদের দ্বারস্থ। কুমোরটুলিতে তৎপরতা বাড়ছে। তবে এবার ঠাকুরের উচ্চতা ১০ ফুটের মধ্যেই থাকছে। দক্ষিণ শহরতলির বাটা নিউল্যান্ডে পুজো কমিটি থিম ছেড়ে সাবেকীয়ানার পুজোর মন্ডপ তৈরি করছে। মন্ডপের মধ্যেই প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী প্রদীপ চক্রবর্তী। নোদাখালী এলাকার মৃৎশিল্পী কুন্তল জানা জানালেন গত বছর ৯৭টি প্রতিমার অর্ডার ছিল। এবার ৬২টি অর্ডার পেয়েছি। তবে অধিকাংশ প্রতিমাই এক চালার। বারাতলা পারিজাত সংঘ প্রতিবছর অভিনব থিম উপহার দেয়। সংঘের সম্পাদক তপন হালদার জানালেন, এবার সাবেকীয়ানার পুজো হবে পাকা দালান করা হচ্ছে। থাকবে কোভিডের বিধিনিষেধও। বজবজের একাধিক বড় পুজো কমিটি গুলোও এবার সাবেকীয়ানার পুজো করছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১৯ সেপ্টেম্বর – ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

সংকটে জাতীয় ঐক্য জরুরি

এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের মধ্যে মৃত্যু হার ও সংক্রমণ হারে ভারতবর্ষ শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। এদিকে জীবন জীবিকার টান অন্যদিকে চূড়ান্তভাবে চলছে মহামারীর তীব্র দাপট। সারা বিশ্বে প্রতিষেধকের জন্য যে প্রতিযোগিতা বড় বড় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে তার মধ্যে ভারতও পিছিয়ে নেই। প্রশ্ন উঠবেই এই মুহূর্তে চিন তার দুর্যোগ মহামারী অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। অন্তত খবরে যা প্রকাশ তাতে বোঝা যাচ্ছে আমাদের এই প্রতিবেশি রাষ্ট্রটি শুধুমাত্র জমি আগ্রাসনেই নয় অর্থনৈতিক ভাবে ভারতকে দুর্বল করবার জন্য ক্রমশই তার রক্ত চক্ষু দেখাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে সীমান্তে ঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। যদি আলাপ আলোচনার বাঁধ ভেঙে যায় তাহলে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের দুর্গতির সীমা থাকবে না। চিনে একনায়কতন্ত্র চলছে। সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি শেষ কথা বলবার অধিকারি। জনগণের ভালমন্দের দায় অন্তত বিশ্ববাসী এখনও দেখতে পায়নি তেমনভাবে।

ছন্দে ফিরতে চাইছে সবাই। ইতালি জার্মানী দেশগুলি জনসংখ্যার দিক দিয়ে এবং ভৌগোলিক দিক দিয়েও ভারতের সমকক্ষ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কল্যাণকামী সমাজ অপেক্ষা তাদের কাছে বাণিজ্যিক ভাবনাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেদেশে লক্ষাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও আনন্দ বিনোদনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা। বাংলার আসন্ন দুর্গোৎসবের আবহে কতটা জনসচেতনতা থাকবে তা আশঙ্কার। কেন্দ্রীয় সরকার এই সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলে দেওয়ার আর্জি জানালেও রাজ্য সরকার সুচিন্তিতভাবে এই মহামারী আবহে শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে বিলম্বের পক্ষপাতী। যে প্রশ্ন বারংবার উঁকি দেয় সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির আসন্ন নির্বাচন নিয়ে অতিরিক্ত সক্রিয়তা। দল-মত নির্বিশেষে আগামী ২১-এর নির্বাচনকে ঘিরে তৎপরতা তুঙ্গে। নব স্বাভাবিকতার ছন্দে ফিরে আসতে না পারলে চিরাচরিত ভোটদান পদ্ধতি কতটা বাস্তব সম্মত তা সমাজ বিজ্ঞানীরা ভাববেন। যখন সারা দেশ ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন দেখছে সেই সময় ব্যালটে ভোটদানের কর্মসূচি আগামী দিনে সংক্রমণের গতিকে আরও বাড়িয়ে দেবে এমন আশঙ্কা বহু মানুষ করছেন। শুধু একদিনের ভোট নয় ভোটের আগে এবং পরে যে রাজনৈতিক জন সমাবেশ, রাজনৈতিক ক্ষোভ বিক্ষোভ ও হিসাত্মক ঘটনা ঘটে থাকে তার নিরিখে স্পষ্ট বলা যায় ভবিষ্যৎ ভারতের জনগণের উপর মহামারির আঘাত আরও ভোগাতে পারে। সীমান্ত উত্তেজনা থেকে রাজনৈতিক উত্তেজনা গণতান্ত্রিক ভারতে সার্বিক সংকট তীব্রতর হতে পারে। যে দেশে সাম্প্রদায়িক নানা তাস খেলবার জন্য কিছু রাজনৈতিক দল সদা তৎপর থাকে, মৌলবাদীদের হুঙ্কার মাঝে মধ্যেই শুনতে পাওয়া যায় সে দেশে আরও বেশি বাস্তব সম্মতভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা কাম্য। জাতীয় সংকটে সমস্ত দলগুলির দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। সমস্ত ধর্মের নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তিত্বদের পাশে থাকা জরুরি। কারণ বিশ্বের কাছে এই মুহূর্তে ভারতের ঐক্যবদ্ধ চেহারাটি প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আট

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ–
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা–
তথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।৮।।

অনুবাদ

এই প্রকার ব্যক্তি তত্ত্বত সর্বশ্রেষ্ঠ অদেহী, সর্বজ্ঞ, নিষ্কলঙ্ক, শিরাহীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ এবং স্মরণাতীত কাল থেকে সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ মনীষীকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত রূপ সেই একই পরমেশ্বর ভগবান। তেমনই, মন্দিরে পূজিত অর্চাবিগ্রহই ভগবানের প্রকাশ্য-রূপ। অর্চা-বিগ্রহ উপাসনা দ্বারা ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভগবানের সম্মুখীন হন এবং ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন। শুদ্ধাত্মা আচার্যবৃন্দের প্রার্থনায় ভগবানের অর্চা-বিগ্রহ অবতরণ করেন এবং ভগবানের অসীম শক্তি দ্বারা ভগবানের আদি স্বরূপের মতো ক্রিয়া করেন। শ্রীঈশোপনিষদ ও শ্রুতি মন্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ ভক্তের উপাস্য অর্চা-বিগ্রহকে জড় উপাদানে গঠিত বলে বিবেচনা করে। কনিষ্ঠ-অধিকারী বা মূর্খ ব্যক্তিদের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে এই অর্চা-বিগ্রহ জড় বলেই বিবেচিত হলেও এই সব মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, ভগবান সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হওয়ার ফলে তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জড়কে চেতন এবং চেতনকে জড়ে পরিণত করতে পারেন।

ভগবদ্গীতায় (৯/১১, ১২) ভগবান পতিত ব্যক্তিদের স্বল্প জ্ঞানের জন্য আক্ষেপ করেছেন, তারা মনে করে, ভগবান যেহেতু একজন মানুষের মতো এই জগতে অবতরণ করেন, তাই ভগবানের দেহ জড়। এই সমস্ত স্বল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে অবগত নয়। তাই কূট-তার্কিকদের কাছে ভগবান নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকট করেন না। কেবলমাত্র তাঁর প্রতি কারও শরণাগতির মাত্রা অনুসারেই তাঁকে অনুভব করা যায়।

ফেসবুক বার্তা

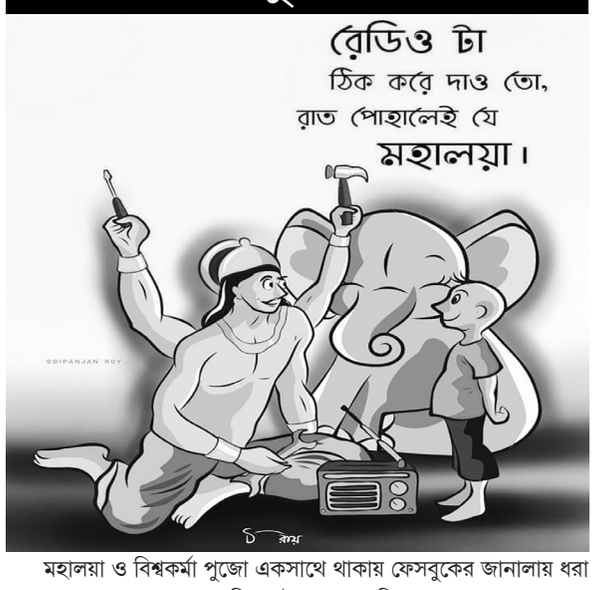

মহালয়া ও বিশ্বকর্মা পুজো একসাথে থাকায় ফেসবুকের জানালায় ধরা পড়েছিল এই অনবদ্য ছবি।

মহামারী, যুদ্ধের জুজু কাটিয়েও এগোচ্ছে অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

আগে ছিল করোনা জুজু। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারত-চিন ডামাডোল। মাঝেমধ্যেই মনে হচ্ছে চিনের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল বলে। পরক্ষণেই হয়তো একটা স্থিতাবস্থা চলে আসে। এর ফলে যুদ্ধ আবহে খানিক বিরতি ঘটে। পরে অবশ্য ফের টেনশন দানা বাঁধে। এতকিছুর মধ্যেও ভারতের শেয়ার বাজার কিন্তু বেশ মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। সাড়ে ১১ হাজারের কাছাকাছি নিফটি বার্তা দিচ্ছে ভাইরাস বা যুদ্ধ যাই আসুক না কেন ভারতের অর্থবাজার তা ঠিক সামলে নেবে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এতটা স্বস্তিতে থাকতে নারাজ। তাঁদের মতে আগেভাগেই এত কিছু ইতিবাচক ধরে নেওয়া ঠিক নয়। অপেক্ষা করা হোক আরও কিছু সময়ের জন্য। যেটা প্রকৃত লগ্নির জায়গা হবে।

অদ্ভুত একটা আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারে। একে অনেকে আবার করোনা সারপ্রাইজ বলে অভিহিত করাও শুরু করেছেন। হচ্ছেটা কি একেবারে ওপরে থাকা অর্থবাজারের সূচক এতে কেমন যেন দোদুল্যমান হয়ে উঠছে। কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে বাজারের মতিগতি। সত্যি বলতে কী, যদি শেয়ার টেকনিক্যালসের ছাত্র হিসেবে এই বাজারকে বিচার করতে যান তবে মনে হবে কই খারাপ কিছু তো দেখা যাচ্ছে না। রোজ পালা করে সূচক নতুন নতুন উচ্চতা তৈরি করছে। বিশেষ করে নিফটি ১১ হাজারের লকগেট পেরিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু মনে

হচ্ছে ড্রিম রান এখনও শেষ হয়নি। অনেকটাই বাকি থেকে গিয়েছে।

আবার উলটোদিক থেকে অপর একটা মন বলছে অন্য কথা। যার সারমর্ম হল, অনেক তো হল, এবার থামো। অর্থাৎ ২০১৭-১৯ পর্যন্ত যে বিশাল দৌড় নিফটি-সেনসেক্স দৌড়েছে তাতে ইতি টানার সময় হয়ে গিয়েছে। যুক্তির বাইরে গিয়ে এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে বহু লগ্নিকারী, মায় শেয়ার বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও। তাঁরা নিজ নিজ ক্লায়েন্টকে একটু সাবধানে ট্রেড করতে বলছেন। নতুন কোনও লগ্নিতে না গিয়ে, খুচখাচ বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে বলছেন। আসলে এই মুহূর্তে শুধু ভারত বলে নয়, আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ কামব্যাক করেছে। তাদের সূচকও রয়েছে সর্বকালের সেরার কাছেপিঠেই। যার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে জাপানের অর্থবাজারের দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে নিত্য-নতুন উচ্চতা গড়ে তোলার কথা।

যদিও দুনিয়া খ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এই মুহূর্তে ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪-৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী বছরখানেকের মধ্যে ১৩-১৫ হাজারে চলে যেতে পারে।

এর সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১-২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। তার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ভারতের শেয়ার বাজার জুড়ে ডোমেস্টিক বা দেশি ফান্ডের ক্রমবর্ধমান শক্তি বাড়িয়ে তোলা। গত এক বছর তো বিদেশিদের কার্যত সাইডলাইনে রেখে ভারতের অর্থ বাজারের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ডিআইআই বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি। এই কর্তৃত্ব খুব সহজে ডোমেস্টিকরা ছেড়ে দেবেন বলে মনেও হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত ফান্ড-এর জোগান অব্যাহত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় নিফটির পক্ষে ১৩ হাজার ছুঁয়ে ফেলাও খুব একটা অসম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। তবে কাজ করতে হবে কড়া স্টপ লস মেনেই।

কোচবিহার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে কোচবিহার জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন আইবিবিআর কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের জমি নেওয়ার কথা দেওয়া হয়েছিল তাদের পরিবার পিছু একজন করে চাকরি দেওয়া হবে।

কিন্তু এই অধিকার থাকা সত্ত্বেও, সরকারের তরফে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। সোমবার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর

এর সামনে তাদের দাবি পূরণের আশায় বিক্ষোভ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে স্মারকলিপি প্রদান করেন আইবিবিআর কল্যাণ সমিতির আন্দোলনকারীরা।

তাদের ১০ দফা দাবির মধ্যে প্রধানত অনতিবিলম্বে এলএল সরকারি নথিপত্র প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যেকোনো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ইসি-এর ক্ষেত্রে ৩০% পরীক্ষা বিহীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও এলএল এর কুড়ি শতাংশ সংরক্ষণ রাখতে হবে।

এছাড়া আন্দোলনকারীদের অন্যতম দাবি, যে সকল নথিভুক্ত এলএল প্রার্থীর চাকরির বয়স উত্তীর্ণের পথে, তাদের পুত্র বা কন্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে তাদের দাবি পূরণ না হলে, বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন আইবিবিআর কল্যাণ সমিতি।

জেলাশাসককে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনতিবিলম্বে এলএল সরকারি নথিভুক্ত প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরির ব্যবস্থা করা, দেশ ও রাজ্য সরকারের যে কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ইসিদের ৩০শতাংশ পরীক্ষা বিহীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও এলএলদের ২০ শতাংশ সংরক্ষণ রাখা সহ বেশকিছু দাবিকে সামনে রেখে শনিবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে সামনে বিক্ষোভ ও জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিল ভূমি ও বাস্তুহারা কল্যাণ সমিতি।

এদিন আন্দোলনকারীরা বলেন, যেসব এলএল প্রার্থীর চাকরির বয়স উত্তীর্ণের পথে, তাদের পুত্র বা কন্যাকে এলএল অগ্রাধিকার দিয়ে চাকুরির ব্যবস্থা করা, নথিভুক্ত প্রার্থীর পুত্র বা কন্যা না থাকলে তাদের ১৫হাজার টাকা মাসিক ভাতা অথবা ১৫লক্ষ টাকা এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা সহ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এলএলদের চাকুরির ব্যবস্থা করা, নথিভুক্ত প্রার্থীদের কোনওরকম বয়সের সীমা না রাখা, সরকারি যে কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নথিভুক্ত এলএল প্রার্থীদের ৫৫শতাংশ নম্বর বাধ্যতামূলক না করা, বিগত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শূন্যপদে এই প্রার্থীদের দিয়ে পূরণ দাবি নিয়ে দিন এই স্মারকলিপি দেন তারা বলে জানান।

করোনা আতঙ্কেও দুর্গতিনাশিনীর আবাহনে খামতি নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেবী দুর্গতিনাশিনীর আরাধনাতেও এবার করোনার থাবা। মহামারী করোনার আতঙ্কে বিশ্বজুড়ে মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা। ধনী-গরিব থেকে শুরু করে আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই একপ্রকার বিধ্বস্ত। বিশ্বজুড়ে লক্ষ

লক্ষ মানুষের মৃত্যুমিছিল চলেছে। সেইসঙ্গে অর্থনীতি কার্যত ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকায় সমগ্র বিশ্বে টালমাটাল পরিস্থিতি। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কবল থেকে কবে মুক্তি মিলবে সেই আশাতেই প্রহর গুনছে বিশ্ববাসী।

তবুও এরই মধ্যে দেবী দুর্গার আবাহনে প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র। অবশ্য বিগত বছরগুলির তুলনায় এবার অসুরদলনীর আরাধনায় কার্যত জৌলুস কমছে। চোখধাঁধানো প্রতিমা, মণ্ডপ ও আলোকসজ্জা সবেতেই বাজেটে একধাক্কায় কাটছাঁট। পাশাপাশি দলবেঁধে হইহই করে ঠাকুর দেখা আর মেলার মজার আনন্দ লুটেপুটে নেওয়াতেও কড়াকড়ি তো রয়েইছে। সবখানেতেই রাক্ষুসে সর্বনাশা করোনার চোখরাঙানি।

প্রতিবার এসময় চারিদিকে সকলের মনে যেভাবে খুশির ঝিলিক খেলে যেত তা এবার কার্যত উধাও। শরতের আকাশে পেঁজাতুলোর মেঘের উপস্থিতি এবার আর কারও মনে পুলক জাগায় না। নদীর ধারের কাশবনের দোলায় মন মাতে না। করোনা আবহ প্রত্যন্ত এলাকার মণ্ডপ, আলোক ও প্রতিমাশিল্পী এবং ঢাকিপাড়ায় দরিদ্র পরিবারগুলিতে বিষাদের ছায়া গ্রাস করেছে। এবার পুজোয় তাঁদের বায়নায় ভাটার টান। প্রতিবার পুজোর সময়ে মেলার মাঠে যাঁরা পসার সাজিয়ে বসেন তাঁদের কপালেও দুঃশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। প্রশাসনের কড়াকড়িতে পুজোর ভিড়ে বিধিনিষেধ বলবত থাকছে। ফলে মেলার আয়োজনেও করোনার কোপ। সেইসাথে এসময় সকলের সঙ্গে যাঁরা পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিতেন সেই পুলিশ-প্রশাসন, চিকিৎসা সহ জরুরি পরিষেবার কাজে সর্বক্ষণ যুক্ত কর্তাব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদেরও মনখারাপ।

এতসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও পাড়ায় পাড়ায় দেবীর আরাধনার সাধ্যমতো প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলির পাশাপাশি ক্লাবগুলির পুজোর বাজেট তৈরির কাজও শেষ। কুমোরটুলিতে দেবী দুর্গার প্রতিমার কাঠামোয় মাটির প্রলেপ পড়েছে। ইতিমধ্যেই নজরে পড়ল করোনা মোকাবিলায় কুমোরটুলিতে প্রতিমা স্যানিটাইজেশনের কাজ। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি শুভেন্দু ওরফে সুমন দাস তাঁর দলবল নিয়ে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে দাঁইহাটের পাতাইহাটে কুমোরটুলিতে প্রতিমা স্যানিটাইজেশন করেছেন। সুমনের এধরণের উদ্যোগে মৃৎশিল্পীরা খুব খুশি।

১১৩ বছরের দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : করোনা আতঙ্কের জেরে ও লকডাউনের ফলে বন্ধ ছিলো প্রতিমা তৈরির কাজ। অবশেষে প্রতিমা তৈরির কাজ চালু হলো। হাওড়া জগতবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর নওয়াপাড়া বারোয়ারি কমিটির পরিচালনায় এই পুজো এলাকার মানুষের কাছে এক ঐতিহ্যবাহী পুজো। তবে করোনা মহামারীর কথা মাথায় রেখে

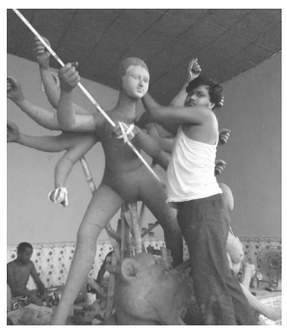

থাকছে না সেই জৌলুস। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবছর যে মনো নমো করেই পুজো সারা হবে তা বলাইবাহুল্য। তবু অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার মানুষ খুশি এ বছর তারক শিল্পী মণ্ডলীর হাত ধরে মৃন্ময়ী হয়ে উঠবে চিন্ময়ী।

পাঠকের কলমে

আধুনিক সুভাষ কি নেতাজির মতো হারিয়ে গেলেন?

ভারতের স্বাধীনতা আনার মুখ্য নায়ক সুভাষ বসুকে এদেশের রাজনৈতিক নেতারা তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা মৌরসীপাট্টা ভোগ করে চলেছেন, মানুষের অন্তরে নেতাজি সুভাষ বেঁচে থাকলেও আদতে সশরীরের সুভাষকে তো হারিয়ে মিছে কেঁদে চলেছি। নেতাজি সুভাষকে হারিয়ে দেশবাসী আরেক সুভাষের দেখা পেয়েছিলেন। তার নাম সুভাষ দত্ত। নেতাজির সাথে এক আসনে বসার যোগ্য তিনি আদৌ নন। তবে তিনি যে কাজ শুরু করেছিলেন তার মূল্য নেহাত কম নয়, বামফ্রন্টের আমলে তিনি পরিবেশ রক্ষার খাতিরে অনবরত মামলা করে পরিবেশ রক্ষার সলতে জ্বালিয়ে ছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্ট অস্তমিত হবার সাথে সাথে সেই প্রজ্জ্বলিত আলো নিভে গেল। দেশবাসী আকুল হৃদয়ে শত কাঁদলেও ফটো হয়ে যাওয়া নেতাজি সুভাষকে আর কাছে পায় না। আধুনিক সুভাষ দত্তর বেলাও তাই ঘটে চলেছে! পরিবেশ রক্ষার নামে কথায় কথায় মামলা চালিয়ে মামলা সহ সুভাষ নামে মানুষের অন্তরে তিনি ঠাঁই পেয়েছিলেন। তৃণমূলের অনুপ্রবেশ হওয়ার পর ওই প্রদীপের সলতে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পরিবেশ নিয়ে আলিপুর বার্তা যে সংগ্রাম করে চলেছে বিগত ৪০ বছর ধরে। আধুনিক সুভাষের উচিত ছিল সেই সংগ্রামকে আদালতে হাজির করে যথার্থ পরিবেশবিদের সার্থক তকমা পাওয়ার। কিন্তু তাঁর হঠাৎ 'অন্তর্ধান' রহস্যময় লাগছে। হারিয়ে যাওয়া নেতাজি সুভাষের সন্ধানে অনর্থক না ঘুরে আধুনিক সুভাষকে যদি খুঁজে বার করতে পারেন তবে সত্যিকারের একটা কাজ হবে।

বীরেন চক্রবর্তী, যাদবপুর

মহামারীতে মঙ্গল কামনায় চুনোকালীর পুজো দিলেন করোনামুক্ত মন্ত্রী

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: প্রাণঘাতী করোনার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পর মহামারীতে বিধ্বস্ত মানুষের মঙ্গল কামনায় নিজেরই প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং প্রাণীসম্পদ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সেইসঙ্গে তিনি মানুষের কাছে গিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে কাজে ফেরার চেষ্টা করছেন। প্রায় একমাসের মাথায় মন্ত্রীকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে ফের কাজের মাঝে ও পাশে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পূর্ব বর্ধমান জেলাবাসী।

গত শনিবার মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের বিদ্যানগরে নিজের বাড়িতে ফিরেই পার্শ্ববর্তী বাঁশদহ বিলের পাড়ে চুনোকালীর মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। এখানে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেবীর আরাধনা করেন। এমনকি, নিজের হাতেই রক্তজবার মালা পরিয়ে দেন প্রস্তর নির্মিত দেবীমূর্তির গলায়। তারপর পুরোহিত পুজো শুরু করতেই তিনি আরাধ্যা দেবীমূর্তির সামনে একটি চেয়ারে বসে একটানা প্রার্থনা করেন। করোনামুক্ত হওয়ার দীর্ঘদিন পর প্রিয় মানুষটিকে এভাবে কাছে পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

মন্ত্রী তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন দেবনাথ আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর কলকাতায় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরবর্তীতে আরও কিছুদিন তাঁকে আইসোলেশনে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু, প্রায় এক মাসের এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তিনি রাজ্যবাসীর জন্য কাজ করতে পিছপা হননি। তিনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রশাসন ও দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন। জানা গেছে, বর্তমানে তিনি করোনা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জেলায় নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের কিছু কর্তাব্যক্তির সঙ্গে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছে।

সোমবার সকালে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে আলিপুর বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে শুভকামনা জানিয়ে টেলিফোন করা হয়েছিল। করোনামুক্ত হওয়ার পর তাঁর মানুষের জন্য কাজে ফেরার প্রস্তুতি চলছিল এদিন। সেই ফাঁকেই তিনি জানালেন তাঁর কালীমূর্তির আরাধনা সহ মানুষের জন্য ফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা।

ভুল সংশোধন

গত ১২সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রথম পাতার ''এবারও মহিষাসুরমর্দিনী সঙ্গে দেবীং দুর্গতিহারিণীম্' শীর্ষক প্রতিবেদনে মহিষাসুরমর্দিনীর ইতিবৃত্ত বিভাগে ১৯৩৫ সালের পরিবর্তে হবে ১৯৩৬ সাল।

১৯৩৬ সালে এই অনুষ্ঠান ফিরে আসে মহাষষ্ঠীর ভোরে ৬টা থেকে ৭টা। এবং ১৯৬২ সালে চিন ভারতের যুদ্ধের আবহে এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয় মহালয়ার দিন। ভুলবশত 'মহাষষ্ঠী'র দিন মুদ্রিত হয়েছিল।

এই দুইটি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সুযোগ বুঝে কোপ মারছে চোরেদের গ্যাঙ

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : সুযোগ বুঝে কোপ মারছে চোরেদের গ্যাঙ। এবার চুরির ঘটনা ঘটল করোনা আক্রান্তের বাড়িতে। আর করোনা

আক্রান্তের বাড়িতে এমন ভয়াবহ চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে। বৃহস্পতিবার করোনা আক্রান্ত সদস্য কে নিয়ে যখন ছুটছেন পরিবারের লোকজন। আর সেই সুযোগ বুঝে ঘরের তালা ভেঙে সবকিছু চুরি করল চোরের গ্যাঙ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানা তাঁতকল মোড় এলাকায়। থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে এইভাবে চুরির ঘটনায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে সমগ্র ক্যানিংয়ে। তাঁতকল পাড়ার ঘড়ুই পরিবারের এক সদস্যের করোনা পজিটিভ হয়। আপাতত তিনি ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি। পরিবারের সদস্যরা করোনা আক্রান্ত ব্যাক্তি হাসপাতালে ভর্তি করে সারাদিন ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন। বাড়িতে ফিরতেই চক্ষু চড়কগাছ। সারাদিন পর ঘরে ফিরে দেখে ঘরের তালা ভেঙ্গে চুরি হয়ে গেছে সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র। সোনার গয়না টাকাসহ কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের গ্যাঙ। যদিও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

মৈপীঠ খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : রাজ্য জু।ে মৈপীঠ সংহতি দিবসে কুলতলির মৈপীঠে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের লাগাতার হামলা, খুন, ঘর পো।ানো, লুঠ, ভাঙচুর, মেয়েদের উপর লাগাতার অতাচার ও সন্ত্রাসের শিকার হওয়া মহিলাদের নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে বারুইপুরে এস পি অফিসের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করে এস ইউ সি আই কর্মীরা। এই অবস্থান থেকে প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বারুইপুর এস পি র কাছে দাবি পত্র তুলে দিয়ে বলেন, অবিলম্বে ঘর জ্বালানো ও লুঠপাঠের সংগে যুক্ত তৃণমূলের দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করতে হবে।এদিন এই বিক্ষোভেউপস্থিত ছিলেন মৈপীঠে রাজনৈতিক খুনোখুনিতে মৃত এস ইউ সি কর্মী সুধাংশু জানার মেয়ে সুতপা জানা। এ আই এম এস এস এ–র রাজ্যসম্পাদক কল্পনা দত্ত, স্থানীয় পঞ্চায়েতের সভাপতি গৌরি মণ্ডল, জেলা কমিটির সদস্য মাধবী পণ্ডিত,গীতা জানা সহ আরো অনেকে।উল্লেখ্য,লকডাউন চলাকালীন কুলতলির মৈপীঠ এলাকায় রাজ নৈতিক খুনোখুনিতে তৃনমূল ও এস ইউ সির দুজন কর্মী খুন হয়। এই ঘটনার পরে এলাকায় আগুন জ্বলা থেকে শুরু করে ঘর ভাঙচুর হয়। রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে যায় মৈপীঠ। এই ঘটনায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ও করে। সেই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে এদিনের এই অবস্থান কর্মসূচি।

তৃণমূল দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দিলো এসইউসিআই। উল্লেখ্য,গত ২৬ আগস্ট বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে জয়নগর ১,২,ও মথুরাপুর ১,২ ও কুলতলি ব্লকে পৃথক ভাবে রাস্তা অবরোধের কর্মসূচি নেয় এসইউসিআই কর্মীরা। অভিযোগ জয়নগর ২নং ব্লকের নতুন হাটের কাছে রাস্তা সারানোর দাবিতে এই অবরোধের সময় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা মিছিল করে এসে এসইউসিআই(সি) কর্মী সমর্থকদের মারধোর করে বলে অভিযোগ। তবে তৃণমূল সে সময় জানায় তাদের পূর্ব ঘোষিত দলীয় কর্মসূচি ছিলো সেখানে। এসইউসির কর্মীরা রাস্তা অবরোধের নামে তাদের উপর হামলা চালায়। এসইউসির অভিযোগ সে দিনের সেই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার বেলায় বকুলতলা থানায় গণবিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিলো এসইউসিআই ।এ দিন এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন

প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ তরুণ কান্তি নস্কর, জয়কৃষ্ণ হালদার সহ আরো অনেকে। তরুণ কান্তি নস্করের নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধি দল এ দিন থানায় ডেপুটেশন দেয়।

আগুন বাজার মাথায় হাত

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলায় করোনা আবহের মধ্যেও অগ্নিমূল্য বাজারদর। মাথায় হাত ক্রেতাদের । ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে চিনপাই গ্রামীণ হাট ঘুরে দেখা গেলো, লঙ্কা – ১৫০টাকা কেজি,টম্যাটো – ১২০টাকা কেজি,আদা – ১০০টাকা কেজি,আলু – ৩০ থেকে ৩২টাকা কেজি,পটল – ৫০টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে । রবি ও বুধবার গ্রামীণ হাট বসে চিনপাই গ্রামে ।

খাদান খোলার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরিব শ্রমজীবী মানুষের উপর হামলা বন্ধ করা এবং বারোমেসিয়া,দিঘলপাহাড়ী, বড়পাহাড়ী এলাকার ক্র্যাসার খাদান অবিলম্বে চালু করার দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বাম– কংগ্রেস জোট যৌথভাবে ১২ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড়ে মহকুমাশাসক অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে । রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি শাহাজাদা হোসেন (কিনু),রামপুরহাট বিধানসভার যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্গুর মিঞা,ফরওয়ার্ড ব্লক জেলা সহসভাপতি কামাল হাসান,রামপুরহাট পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার সঞ্জীব মল্লিক সহ বাম–কংগ্রেস কর্মী–সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন ।

ছাত্রী ধর্ষণে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনলাইন ফর্ম ফিলাপ করে ফেরার পথে ৪ সেপ্টেম্বর বিকালে লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে মাঠে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে রনহা বাদুড়তলার আলাউদ্দিন শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নির্যাতিতা রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৬ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মহকুমা বিশেষ আদালতে তোলা হলে ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নেপথ্যে ত্রিপল ও কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের উপস্থিতিতে ১০ সেপ্টেম্বর দুবরাজপুর রবীন্দ্রসদনে গোয়ালিয়াড়া,চিনপাই ও যশপুর অঞ্চল বুথভিত্তিক কর্মিসভা হলো। গোয়ালিয়াড়া অঞ্চলের ২৫৫ নং বুথ সভাপতি সপ্তম মন্ডলের কাছে জেলা সভাপতি জানতে চান, কেন এলাকায় ভোটে পিছিয়ে ছিলো তৃণমূল ? দলীয় কর্মীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পাশাপাশি সপ্তম বলেন, 'বর্ষাকালে এলাকায় একটা ত্রিপল আসে না। এলাকার বেশ কিছু যুবকের ইসি কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ পায় না ।' পাল্টা সপ্তম প্রশ্ন ছোড়েন, 'যদি ন্যুনতম একটি ত্রিপল দিতে না পারি, তাহলে ভোট চাইতে যাবো কি করে ?' ওই বুথ সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান অনুব্রত মন্ডল।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমাবাজিতে জখম হল পাঁচজন আটগ্রামে গত ১২ সেপ্টেম্বর রাত্রে। সাব মার্শাল কেনা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েতে। ১০ সেপ্টেম্বর লোকপাড়াতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে শ্যামাপদ ও দুধকুমার অনুগামীদের মধ্যে মারামারি হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল,সংখ্যালঘু সেল সভাপতি শেখ সামাদ,মহিলামোর্চা সভানেত্রী অনুরাধা ঘোষ,ব্লক সভাপতি সন্দীপ ঘোষ। ৩০ আগস্ট নলহাটি–২নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিভাস অধিকারীর নবহিমায়েতপুর গ্রামে অবস্থিত অনুকূলচন্দ্রের আশ্রমে আসেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। বিভাসবাবুর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মুকুল রায়।

বিস্ফোরণ, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ সেপ্টেম্বর লোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর গ্রামে বিজেপি কর্মী তরুণ ডোমের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। হতাহতের কোনো খবর নাই। বসন্ত ডোমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুবরাজপুর আদালতে ১২ সেপ্টেম্বর তোলা হলে ধৃতকে পাচঁদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭০ তম জন্ম দিন পালন

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার :প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭০ তম জন্ম দিন পালন করলেন সোনারপুর দু'নম্বর মন্ডলের কর্মী সমর্থকরা।

বৃহস্পতিবার রাতে সোনারপুরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে মহা ধুমধাম করে এই জন্ম দিন পালন করা হযেছে। দু'নম্বর মন্ডলের সভাপতি তমাল চৌধুরীর উপস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদীর নাম লেখা কেক কেটে তার জন্মদিন পালন করেন কর্মী সমর্থকরা। শুধু তাই নয় এলাকার সাধারণ মানুষের হাতে এই কেক বিতরণও করা হযেছে। গোপাল দাস গুপ্তের বাড়ির সামনে বেদী তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হয়। উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব মোদীজীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন এলাকার অন্যান্য বি জে পি নেতারাও।

মালদার গৃহবধূ উদ্ধার ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মালদার এক গৃহবধূকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের এক মহিলা মাছ বিক্রেতা। এমন ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মাতলা ১ গ্রামপঞ্চায়েতের ক্যানিংয়ের ঘোষ পাড়া এলাকায়।

স্থানীয় ও গৃহবধূর পরিবার সূত্রে জানা গেছে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার ১৬ মাইল গুরুতলার গ্রামের বাসিন্দা বছর বাইশ বয়সের গৃহবধূ রুমা খাতুন। বছর দুই আগেই বিয়ে

হয়েছিল কালিয়াচক থানার শেরসাহির আনোয়ার সেখ এর সাথে। স্বামী আনোয়ার দীনমজুরের কাজ করেন। সেই সুবাদে বাইরে থাকেন তিনি। স্বামী না থাকায় শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুর ও শাশুড়ির অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর পারিবারিক গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে এই গৃহবধূ। এরপর শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। সেখান থেকে বাপের বাড়ি চলে আসে। পরে ওই দিনই কোনও এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাপের বাড়ি থেকেও বেরিয়ে পড়ে এই গৃহবধূ। ফুটপাথে রাত কাটাতে কাটাতে ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সড়ক পথে ক্যানিং ষ্টেশনে চলে আসেন এই গৃহবধূ। সন্ধ্যা থেকে রাত প্রায় আট পর্যন্ত ক্যানিং বাজারে উদভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন মাছ বিক্রেতা গৃহবধূ বাসন্তী মন্ডলের নজর এড়ায়নি এমন ঘটনা। তিনি এই গৃহবধূকে কাছে ডেকে সমস্ত কিছু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলে মালদার এই গৃহবধূ পরিশেষে বাড়িতে ফিরতে চেয়ে কান্নাকাটি শুরু করেন রুমা। বাসন্তী দেবী তাঁর ঘোষপাড়ার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের মতো আগলে রেখে আশ্রয় দেন। পাশাপাশি এই গৃহবধূকে তাঁর বাড়িতে ফেরানোর জন্য মধ্যাহ্ন ভোজেরও ব্যবস্থা করে এই পিরিবার। পরিশেষে সাবারুদ্দিন সেখের হাতে তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেয়ে রুমা কে তুলে দেন।

বাসন্তী দেবী বলেন, কোন প্রকার জাতি ধর্ম বর্ণ না দেখে রাতের অন্ধকারে গৃহবধূ রুমা কে উদ্ধার করে পাঁচ দিন যাবত আমার মেয়ের মতো করে নিজের কাছে আগলে রেখেছিলাম। নিজের মেয়ের মতো রুমা আমাকে মা বলেও ডাকতো। এই কয়েকদিনে ও আমাদের পরিবারের একজন নিকট সদস্য হয়ে উঠেছিল। আজ তার পরিবারের হাতে অক্ষত অবস্থায় তুলে দিতে পেরে একজন মহিলা হিসাবে ভালো লাগছে। তবে রুমা চলে যাওয়া খুব খারাপ লাগছে।তবে রুমার পরিবারের সাথে আজীবন যোগাযোগ রাখবো।

অন্যদিকে, মেয়েকে অক্ষত অবস্থায় পেয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলেন না রুমার বাবা। তিনি বলেন মেয়ে কে যে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাবো তেমন ধারণা ছিল না। বাসন্তী দেবী আজ থেকে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হলেন। তাঁর এই অবদান কোনও দিন ভুলবো না।

রুমা ও তার নতুন মা বাসন্তী দেবীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কেঁদে ফেলে। সে জানায় বাসন্তী' মা কে কোনও দিনও ভুলবো। সময় পেলে আবারও ক্যানিংয়ে মায়ের বাড়িতে আসবো।

আগুনে পুড়ে শেষ কয়েকটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি :গঙ্গাসাগরের বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গেল বেশ কয়েকটি দোকান। গঙ্গাসাগরের বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেছে প্রায় দশ বারোটি দোকান। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ একটি দোকানে প্রথমে আগুন লাগে। তার পরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী দোকান গুলিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি দোকানে ভীমরুলের

বাসা আগুন দিয়ে পোড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে । লকডাউনে দীর্ঘদিন ধরে দোকান বন্ধ থাকার কারণে একটি দোকানে ভীমরুলের বাসা হয়েছিল। ওই দোকানের মালিক রাতের অন্ধকারে তা পুড়িয়ে ফেলার পরিকল্পনা করেন। এদিন রাতে আগুনে পোড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু অসাবধানতাবশত ঘরের চালে লেগে যায় এবং দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ থেকে ১৫ টি দোকান সম্পূর্ণ রূপে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। দমকল বাহিনী, প্রশাসন এবং অন্যান্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে করেন। ঘন্টা দুয়েক পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে এদের। মহালয়ার জন্য অনেক মালপত্র কিনে দোকানে রেখেছিলেন। তার বেশিরভাগ অংশই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা সহ আরো অনেকে।

চাকুরি প্রার্থীদের ডেপুটেশন

প্রথম পাতার পর

শুধু তাই–ই নয়, সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আরটিআই করার পরেও কোন উত্তর পাননি তারা।

এদিন আন্দোলনকারীরা ক্ষোভের সাথে জানান, এই নিয়োগ নিয়ে পদে পদে দুর্নীতি হয়েছে। আর বারবার রাজ্য সরকারের ছলনার শিকার হয়েছেন তারা। দ্রুততার সাথে এই তথ্য প্রকাশ করে বাকি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। আর তা না হলে পরিবার–পরিজন নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হবেন এই সমস্ত চাকরিপ্রার্থীরা বলে এদিন জানান আন্দোলনকারীরা।

পুলিশ সুপারকে বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরকারি চাকরি। বদলি হবেই। তবুও কর্মজীবনে কিছু কিছু মানুষ রেখে যান কিছু স্মৃতি। সেরকমই কিছু স্মৃতি রেখে বদলি হয়ে গেলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার রশিদ মুনির খান। তাই তো ভারাক্রান্ত মনে বারুইপুর প্রেস ক্লাবের সব সাংবাদিকরা মঙ্গলবার বিদায়ী পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খানকে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। বিদায়ক্ষণে এদিন তিনি বারুইপুর প্রেস ক্লাবের সিসিটিভি পরিষেবারও উদ্বোধন করে গেলেন। এদিন বিকেল তিনটে নাগাদ বারুইপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হলো এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এ দিন এই অনুষ্ঠানে বিদায়ী পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর থানার আই সি দেবকুমার রায় এবং বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ও সি লক্ষীকান্ত বিশ্বাস। এদিন ক্লাবে সাংবাদিকদের তরফ থেকে বিদায়ী পুলিশ সুপারকে উত্তরীয়, ফুলের স্তবক, শাল সহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে বিদায় জানানো হয়। তাঁর

সময়কালে সাংবাদিকদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তাঁরা স্মরণ করেন। রশিদ মুনির খানও এখানে কাজ করার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা জানান। তিনি কলকাতা পুলিশের উচ্চ পদে যোগ দিলেন। বুধবার থেকে তাঁর ছেড়ে যাওয়া পদে যোগ দেবেন কামানাশিস সেন।

আত্মঘাতী যুবকের মৃতদেহ নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্বশুরবাড়িতে আত্মঘাতী যুবক। মৃত দেহ ময়নাতদন্ত না করে পরিবারের হাতে তুলে দিলো এসএসকেএম হাসপাতাল এমনটাই অভিযোগ মৃতের পরিবারের। দেহ শেষ কৃত্য না করতে পেরে মৃতদেহ নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ মৃতের পরিবার।

সূত্রের খবর, মহালয়ার রাতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে কলকাতার চেতলা ৯বি এলাকায় নিজের শ্বশুর

বাড়িতে আত্মঘাতী হন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানা এলাকার বাসিন্দা প্রতাপ বৈদ্য (২৪)। এরপরই তার মৃত্যুর খবর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন মারফত জানানো হয় পরিবারের লোকজনকে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে ঘটনার খবর পেয়ে চেতলা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। বিপত্তি ঘটে পরিবারের লোকজন যুবকের মৃতদেহ নেওয়ার পরে।

দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দিলে তারা মৃতদেহ শেষকৃত্য করতে বারুইপুর শ্মশানে নিয়ে যায়। সেখানেই মৃতদেহ শেষকৃত্য করার সময় সন্দেহ হয় দেহ ময়না তদন্ত না করে শুধুমাত্র ভুঁয়ো সেলাই করে ময়নাতদন্তের শংসাপত্র পরিবারের হাতে দেওয়া হয়েছে এমনটাই অভিযোগ মৃতের পরিবারের। আর সেজন্যই মৃতদেহ শেষকৃত্য করতে অনুমতি দেয়নি শ্মশান কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে মৃতদেহ শেষকৃত্য করার জন্য যাতে পুনরায় দেহ ময়না তদন্ত করানো হয় সেজন্য মৃতদেহ নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন পরিবারের লোকজন তারপরও মেলেনি কোন সুরাহা।

পাশাপাশি পরিবারের লোকজন আরও জানায়, বছর দুয়েক আগে চেতলার ৯বির বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা পন্ডিতের সাথে প্রেমের পরিনয়ে বিবাহ করেন প্রতাপ বৈদ্য। পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার গাড়িচালক ছিলেন প্রতাপ। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর বাড়িতে থাকত প্রতাপ বৈদ্য। অবশ্য যুবকের দেহ ময়নাতদন্ত না করায় সন্দেহের দানা বেঁধেছে পরিবারের লোকজনের মধ্যে তাদের দাবি কিভাবে ময়নাতদন্ত না করে হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের শংসাপত্র দেওয়া হলো। তবে কি পেছনে রয়েছে অন্য কোন রহস্য? তাই মৃতদেহ পুনরায় ময়নাতদন্ত করানোর জন্য ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন পরিবারের লোকজন।

অন্যদিকে প্রতাপ বৈদ্য আত্মঘাতী হয়েছে মানতে নারাজ তার পরিবারের লোকজন তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে এমনটাই দাবি তাদের পরিবারের লোকজনের।

জামাইকে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার দুপুরে নদী থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম মহিনুদ্দিন সেখ(৪৫)।ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বদুকুলার পিয়ালি নদীর খেয়াঘাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গিয়েছে নিকারীঘাটা অঞ্চলের পাঙ্গাশখালি গ্রামের বাসিন্দা মহিনুদ্দিন সেখের সঙ্গে হাটপুকুরিয়া অঞ্চলের ডেভিসাবাদ গ্রামের বাসিন্দা আবুরালি লস্করের মেয়ে আরজিনা লস্করের বিয়ে হয় প্রায় ২৫ বছর আগে। বর্তমানে শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তি নিয়ে একবছর ধরে বিবাদ চলছিল মহিনুদ্দিন সেখের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ির সদস্যদের। বেশ কিছুদিন আগে জামাই মহিনুদ্দিন সেখকে শ্বশুর বাড়ির সদস্যরা ডাকে। আর এই খবর পেয়ে জামাই মহিনুদ্দিন সেখ শ্বশুর বাড়ি যায়।সেখানে মহিনুদ্দিনকে তার শ্বশুর আবুরালি ও তিন শ্যালক রফিকুল ,সরিফুল,আশরাফুল লস্করা মহিনুদ্দিন কে বেধড়ক মারধোর করে। পরে আবার বেশ কিছুদিন পর ঘটনা মীমাংসা করার জন্য জামাইকে ডেকে পাঠায় শ্বশুর আবুরালি। আর সেখানে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় জামাই মহিনুদ্দিন সেখ। তার স্ত্রী আর্জিনা বিবি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখুজি করে না পেয়ে গত ৩ সেপ্টেম্বর ক্যানিং থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে। অন্যদিকে মঙ্গলবার সকালে পিয়ালি নদীর বদুকুলা খেয়াঘাটে নদীর জলে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় মানুষজন। তারা সাথে সাথে ক্যানিং থানায় খবর দেয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ক্যানিং থানার পুলিশ বাহিনী। পুলিশ পচাগলা দুর্গন্ধ

যুক্ত দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের বাবা নুর মহম্মদ সেখ ও মৃতের স্ত্রী ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। তবে এটি খুন কি না তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে মৃতের বাবা ও মৃতের স্ত্রীর দাবি যে ভাবে মহিনুদ্দিন কে খুন করে বস্তায় বঁধে নদীর জলে বাঁশ দিয়ে বেঁধে রেখে খুনের চেষ্টা লোপাট করার পরিকল্পনা হয়েছে,তাতে করে চার জনের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হিসাবে ফাঁসি চাই। যদিও সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বাড়িতে বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলতলি বিধানসভার চুপড়িঝাড়া অঞ্চলে ঢাকিরমুখ এর আবুরালী মোল্লা বাবুর আলী মোল্লা, সাকির আলি মোল্লা,

মুক্তার আলী মোল্লা, পিতা হান্নান মোল্লা এই সমস্ত ব্যক্তিরা বাড়ির মধ্যে বোমা বাধছিল এমত অবস্থায় বোমা ফেটে আবুর আলীর আঙ্গুল উড়ে যায় ও মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় বোমার আঘাতে এবং প্রচন্ড শব্দ হয় শব্দ শুনে ঝুপখালী ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনাস্থল থেকে হাতের আঙ্গুল বোমার সরঞ্জাম এবং বোমা উদ্ধার করে। এলাকার মানুষ এই মুহূর্তে ভীত ও সন্তস্ত্র ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানায়।

দীর্ঘ বঞ্চনার দাবি নিয়ে আমরণ অনশনে স্বাস্থ্যকর্মীরা

প্রথম পাতার পর

অভিযোগে প্রকাশ, দীর্ঘ ৯ বছর যাবত মাসিক ভাতা বৃদ্ধি হয়নি এইসব স্বাস্থ্যকর্মীদের। এমনকি তাদের স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি স্বাস্থ্য বিভাগ। বারবার স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আর্জি জানিয়েও হার মেনেছেন তারা। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ ৩৫দিন যাবত কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন সুমিত ঘোষ, সাবেদুল মিয়া, দীপক বর্মন, শৌভিক পাল–এর মত প্রায় ৪২জন বহুমুখী পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী। মঙ্গলবার অনশনরত এই স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে দেখা করলেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। মহম্মদ সেলিমকে কাছে পেয়ে নিজেদের দুঃখ দুর্দশার কথা এদিন তুলে ধরেন এই অনশনরত স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাদের প্রতি সরকার সহ–স্বাস্থ্য আধিকারিকদের অবজ্ঞার কথাও এদিন তাঁকে জানান এই স্বাস্থ্যকর্মীরা। আন্দোলনকারীরা জানান প্রাক্তন সাংসদ এর সাথে কথা বলে তারা কিছুটা হলেও ভরসা পেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে এদিন মহম্মদ সেলিম বলেন, রাজ্যের এই সরকারের বদান্যতায় কি ধরনের নির্মম ব্যবস্থা চলছে তা এই স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখেই বোঝা যায়। ৩৫ দিন যাবত অনশন চালিয়ে গেলেও দেখা নেই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। দেখা নেই ছোট বড় কোনও স্বাস্থ্য আধিকারিকের। তাদের সাথে কোনও রকম কথা বলা হচ্ছে না। অথচ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের বলা হয়েছিল তাদের নির্দিষ্ট ফাইল নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। এরপর আগস্ট মাসে তারা খোঁজ নিলে একই বক্তব্য আসে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে। তিনি বলেন, প্রশাসনিক সভা করে জেলায় জেলায় মাঝেমধ্যেই হস্বিতম্বি করতে দেখা যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেন তিনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি এই প্রশ্নও এদিন তোলেন মহম্মদ সেলিম।

পার্ক কেন্দ্রিক দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসবের আগমণি বার্তা সূচিত হয়েছে। অথচ কলকাতার অধিকাংশ পার্ক যেগুলিতে দুর্গা পুজো হয়, সেগুলি এখনও বন্ধ। তারফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, পার্কে হওয়া ওইসব পুজোর আয়োজন। কোভিড মহামারীর কারণে কলকাতার পার্কগুলি রাজ্য প্রশাসন ও ভারত সরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সমস্যা সমাধানে কলকাতার উদ্যানকেন্দ্রিক দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করতে, কলকাতার 'গ্রিন পার্ক'গুলি খোলার জন্য কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে অনুমতি চেয়েছে। কলকাতার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতার 'গ্রিন পার্ক'গুলি খুলতে চেয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে খুব শীঘ্রই আলাপনবাবু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে বলে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লখ্য, বর্তমানে কলকাতার 'অ্যামিউজমেন্ট পার্ক' (এই পার্কগুলি ভারত সরকারের নির্দেশ মতো বন্ধ) ছাড়া কলকাতার 'গ্রিন পার্ক' গুলি খুলতে চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে কেবল প্রাতর্ভ্রমণের জন্য সকাল ৫:৩০টা – ৮:৩০টা পর্যন্ত 'গ্রিন পার্ক' ও লেকগুলি খোলার অনুমতি রয়েছে। বিকেলে খোলার জন্য অ্যাপিল করা হয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে।

পুজোর আগেই মানুষ রাস্তায় স্বচ্ছন্দে হাঁটবেন : ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোর অনেক আগেই ১৫ অক্টোবরের পর কলকাতার রাস্তায় মানুষ স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা করতে পারবে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পুরভবনে উপস্থিত সাংবাদিকদের একথা জানিয়ে দিলেন মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতার দক্ষিণ পূর্বস্থিত ১১১–১১৩ ওয়ার্ডের বোড়াল–বাঁশদ্রোণী–গড়িয়া এলাকায় কেইআইআইপি–র কাজ চলছে। আগামী বর্ষায় আগেই এই কাজগুলি শেষ করে দেওয়া হবে। সেজন্যই এখানকার রাস্তা কিছু খারাপ থাকবে। ফিরহাদ জানান, পুজোয় যাতে পথে চলাফেরায় মানুষের কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেজন্যই কেআইটি, কেএমডিএ, পিডব্লুডি, ইরিগেশন, কেপিটি সব দফতরকে কলকাতায় তাদের অধীনস্থ সমস্ত রাস্তা অতি দ্রুততার সঙ্গে সারাই করে ফেলতে বলা হয়েছে। যে দফতরের যা দায়িত্বে থাকা কলকাতার রাস্তা যেমন : কেপিটি দায়িত্বে থাকা হাইড রোড, ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড, বাস্কেল ব্রিজের অ্যাপোচ রোড, ওল্ড গোরাগাছা রোড, স্ট্রান্ড ব্যাঙ্ক রোড এই রকম ন'টি রোডের সারাইয়ের বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের মিটিংএ পোর্টের বক্তব্য, এই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার করা হয়েছে। কলকাতা পুরসংস্থার দায়িত্বে থাকা যে ২৬টি রাস্তা বর্ষায় ভেঙেচুড়ে খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। সেই রাস্তাগুলি অতি দ্রুততার সঙ্গে সারাই করা যাবে। যেমন উত্তর কলকাতার কাশীপুর রোড ইত্যাদি। এদিনের রোড রেস্টরেশন মিটিং–এ কেইআইআইপি–রকাজের জন্য যে রাস্তাগুলি খানাখন্দে পরিণত হয়েছে, সেগুলি তারা দ্রুততার সঙ্গে সারাই করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেএমডিএ–র দায়িত্বে থাকা যে চারটি রাস্তা তারা সারাই করবে সেগুলি ইএম বাইপাস, আনন্দপুর মেন রোড, ফর্টিস হাসপাতালের চারপাশের রাস্তা ও ইএম বাইপাসের সার্ভিস রোড। সেচ দফতরের দায়িত্বে থাকা রায়চরণ সাঁধুখা রোড, এমএন গাঙ্গুলি রোড ও টিকে মুখার্জী রোড তারা সারাই করবে। পিডব্লুডি দায়িত্বে থাকা তারাতলা রোড, ডায়মন্ড হারবার রোড (আংশিক), খগেন চ্যাটার্জী রোড, আরজিকর রোড, ক্ষুদিরাম বসু সরণি, বিটি রোড ও দমদম রোড এমন সাতটি রোড ১৫ অক্টোবরের আগেই তারা সারাই করবে। ফিরহাদ হাকিম জানান, সব রাস্তা যেমন 'থরো রিপেয়ার' নয় ঠিক তেমনই সবসময় 'প্যাচ ওয়ার্ক'ও নয়। যেখানে যেমন প্রয়োজন হবে সেখানে তেমনভাবে কাজ হবে। সেভাবেই টেন্ডার হয়েছে। এছাড়াও আমফানের তাণ্ডবে কোথাও উড়ে গিয়েছে বাস শেড। সেগুলির মেরামত ও রঙ করা হবে। কোথাও ভেঙে গিয়েছে স্ট্রিট ফার্নিচার, মিডিয়ান স্ট্রিপ ও গার্ডরেল সারাই ও রঙ করা হবে। যে সব অলিগলি, লেন, বাইলেনের আলো আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পুজোর আগে সে রাস্তায় আলোকায়ণের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। জরুরিভিত্তিক ভাঙাচোরা ফুটপাত মেরামত হবে। পুরসূত্রে খবর, পুরসংস্থার নিজস্ব ২৬টি রাস্তা মেরামত করতে ৩০ কোটি টাকা প্রয়োজন। ২২৩ অক্টোবরের মধ্যে টেন্ডার হবে। আর ১ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর কালীপুজো–ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্যন্ত কলকাতার কোনও রাস্তা খোড়াখুড়ির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুর কর্তৃপক্ষ।

করোনা জয়ের অভিজ্ঞতা

স্বপনকুমার রায়: ৭৬ বছর বয়সে করোনাকে জয় করে ফিরলাম। গত ২৯ থেকে ৩১ আগস্ট পরপর তিনদিন গুমো গুমো জ্বর। মুচিশা হসপিটালে বিআইসিওএইচ ম্যাডামের কাছে যেতে করোনা টেস্ট করাতে বললেন। টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ হলো। আমার কোনওরূপ উপসর্গ দিল না, তা সত্ত্বেও মহেশতলা, কোয়েরান্টাইনে পৌঁছে গেলাম ১ সেপ্টেম্বর একা একাই। ইতিমধ্যে বিএমডিএইচ ম্যাডামকে ধরে পরের দিনই আমার বাড়ির ১০৫ জন ও অন্যান্য পরিচিতদের নিয়ে সঞ্চিতা কলাভবনে ক্যাম্প করলাম। তাতে ১৩০ জনের মধ্যে ৯ জন পজিটিভ আসে, সবাই মহেশতলা কোয়ারেন্টাইনে ভর্তি হয়ে যান। ওখানের ব্যবস্থাপনা বেশ ভালো। আমার একটা নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর–হওয়ার কারণে আমাকে ভাঙড় হসপিটালে রেফার করা হয়। আগের দিন রাত্রি ১টায় আমার স্ত্রীর পেটের অসুখ হওয়ায় তাকেও রেফার করা হয়। আমি ৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে এম আর বাঙ্গুরে পৌঁছোতেই সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের এক্সরে, ইসিজি এবং ব্লাড টেস্ট করে বেড–এ পৌঁছে দেয়, সেখানে ট্রিটমেন্ট ছিল এরকম প্রতিদিন সকালে পেটে ইঞ্জেকশন, গরম জল খাওয়ানো এবং বেলা ১০–৩০ টায় নার্স সহ ডাক্তারবাবুদের পুরো টিম প্রতিটি রোগীর খোঁজখবর নিতেন। ঠিক স্বর্গ প্রদত্ত দেবদূতের মতো। এছাড়া সারাদিনে ৪ বার করে অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেনের মাত্রা বিপি, সুগার, তাপমাত্রা, পাল্স অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বেডের পাশে থেকে কাজ করেছেন। ডাক্তার, নার্স, হাউস স্টাফ সবাই একটা সুন্দর টিম ওয়ার্ক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সদা ব্যস্ত। তার মধ্যে পালাক্রমে ওষুধ ও ইঞ্জেকশন দেওয়া তো আছেই। যার অক্সিজেন দরকার তাকে অক্সিজেন দেওয়া। প্রয়োজনে ভেন্টিলেশনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। পয়সা দিয়ে জেনারেল হসপিটালে যে পরিষেবা পাওয়া যায় তার থেকে অনেকগুণ

বেশি পরিষেবা করোনা পেশেন্টরা পাচ্ছে। সবশেষে ৮ দিন থেকে বাড়ি চলে এলাম সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় সকলকে একটা কথাই বলবো– করোনা পেশেন্ট বলে আলাদা করে কোনও ভয় পাওয়ার দরকার নেই। প্রবাল মালিক, অয়ন মাল প্রতিদিন আমার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ছিল। আর একজনের কথা বলতেই হবে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ডা. সাগর, শত ব্যস্ততার মধ্যেও ওনার ফোনের মাধ্যমে সমধুর ব্যবহার এবং রোগীর খোঁজ খবর সব সময় পেয়েছি। পরিশেষে হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক পরিষেবা প্রদানকারীদের আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

(লেখক প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান সদস্য– বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি)

ভেন্টিলেটর, সফটওয়্যার, নমুনা পরীক্ষার যন্ত্র দ্রুত আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ধমানের মেমারির ভিএম ইনস্টিটিউশন ইউনিট–২–এর দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী দিগন্তিকা বসু, টমাস আলভা এডিশনের সেই বিখ্যাত আপ্তবাক্যটিতে বিশ্বাস করে। এই বয়সেই সে মনে করে কিছু উদ্ভাবন করতে গেলে প্রয়োজন কল্পনা এবং ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র থেকেও কিছু আবিষ্কার করা যায়। প্রয়োজন থাকলেই উদ্ভাবনের জন্য তাগিদ গড়ে ওঠে, দিগন্তিকা এই কথাটি খুব বিশ্বাস করে। কোভিড – ১৯ অতিমারীর সময় সাধারণ মানুষের অসহায়তা দেখে সে জীবাণুকে এড়ানো যায় এমন মাস্ক তৈরি করে ফেলেছে। তার এই উদ্ভাবনকে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক স্বীকৃতি দিয়েছে। আইআইটি খড়গপুর, বৈদ্যুতিন শ্রেণীকক্ষের কথা ভেবে লো ব্যান্ডউইথ সফটওয়্যার দীক্ষক' উদ্ভাবন করেছে। এই ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে পাঠদান করবেন। সেই স্ক্রিনে একটি চ্যাটবক্স থাকবে, যেখানে ছাত্র–ছাত্রীরা তাদের প্রশ্ন রাখতে পারবে। ক্লাসে কারোর কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে সে যেমন হাত তোলে, এই ব্যবস্থাতে একটি ডাউটবক্স রয়েছে যেটি হাত তোলার উদ্দেশ্য সার্থক করবে। শিক্ষক – শিক্ষিকারা সাধারণ ক্লাসরুমের মতই এখানে বিভিন্ন নথি আপলোড করতে পারবেন, যেটি ছাত্র–ছাত্রীরা সহজেই পেয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কলকাতার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এবং চুঁচুড়ার রিজিওন্যাল আউটরিচ ব্যুরো যৌথভাবে একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে। এই ওয়েবিনারে বক্তারা এই সব

বিষয়গুলিতে আলোকপাত করেন। আইআইটি খড়গপুরের নির্দেশক অধ্যাপক ভি কে তেওয়ারী, দুর্গাপুরের সিএসআইআর – সিএমইআরআই–এর নির্দেশক অধ্যাপক (ডঃ) হরিশ হিরানী, বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার নির্দেশক, ভি এস রামচন্দ্রন, কল্যাণীর জেআইএস কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং–এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ বিশ্বরূপ নিয়োগী এবং দিগন্তিকা বসু উপস্থিত ছিলেন।অধ্যাপক তেওয়ারী তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কোভিড – ১৯ সংক্রমণ শনাক্তকরণের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের কথা–ও বক্তব্য রাখাকালীন জানান। এই যন্ত্রের সাহায্যে কম খরচে দেশের প্রান্তিক মানুষজন কোভিড সংক্রমণ শনাক্ত করতে পারবেন।

দুর্গাপুরের সিএসআইআর সিএমইআরআই–এর অধিকর্তা অধ্যাপক (ডঃ) হিরানী

জানিয়েছেন, তাদের প্রতিষ্ঠান স্বল্পমূল্যের ত্রিস্তরীয় ফেসমাস্ক, রাস্তাকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য বিশেষ ট্র্যাক্টর, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর, স্পর্শ না করে সাবান জলের ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা, হাসপাতালে সাহায্যকারী রোবট, সৌরশক্তিচালিত ইন্টেলিমাস্ট, ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরতে পারে এরকম যন্ত্রের মাধ্যমে গাড়ি পরিস্কার ব্যবস্থাপনা, জুতোকে সংক্রমণ মুক্ত করার জন্য বিশেষ ধরণের ব্যবস্থাপনা, যান্ত্রিকভাবে নর্দমা পরিস্কারের ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছে। এগুলির সাহায্যে সংক্রমণ শৃঙ্খল ভাঙা যাবে। রামচন্দ্রন জানান, তাঁরা অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট বিক্রির একটি পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এছাড়াও, অ্যালকোহলমুক্ত আয়ুর্বেদিক প্রবেশ সুড়ঙ্গ, বিভিন্ন প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে না স্পর্শ করে দেখার ব্যবস্থা, অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে সংক্রমণমুক্ত করা, অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহশালা ঘুরে দেখানো মতো বিভিন্ন জিনিস উদ্ভাবন করেছেন। কুমারী বসু, ভাইরাস এড়ানোর বিশেষ মাস্ক তৈরি করা ছাড়াও ঘরে তৈরি স্বচ্ছ ফেসশিল্ড, কানের ওপর চাপ কমানোর যন্ত্র–সহ নানান উদ্ভাবন সামগ্রী উপস্থাপনা করে।

ড. নিয়োগী, করোনার মতো অতিমারীর সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে একদল গবেষক টাকা–পয়সা জীবাণুমুক্ত করার বিশেষ যন্ত্র , রেনকোটকে পিপিই–তে পরিণত করার বিশেষ উদ্ভাবনমূলক ধ্যানধারণা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

এই ওয়েবিনারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত মহানির্দেশিকা জেন নামচু উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন অফিসার শ্রীজাতা সাহা সাহু এবং চুঁচুড়া ফিল্ড আউটরিচ ব্যুরোর ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার সন্দীপন দাশগুপ্ত এই ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন।

পুর ওয়েবসাইটে এবার জলাভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরে বাড়ি তৈরি করার জন্য জমি কেনার আগে ওই জমির রেকর্ড জলাশয় আছে কী না তা ভালোভাবে যাচাই করে দেখার জন্য কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম জমির ক্রেতাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় পুর ভবনে তিনি গত ১২ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের বলেন, কলকাতা মহানগরের অনেক জায়গায় পুকুর বা জলাশয় বুঝিয়ে সেই জমি সস্তায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ওই জমিতে বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে পুর রেকর্ডে জলাশয় থাকায় অনেকের বাড়ির প্ল্যান আটকে গেছে। কিছু ক্ষেত্রে বাড়ি তৈরি হয়ে গেলেও পরবর্তী কালে তাদের অ্যাসেসমেন্ট ও মিউটেশন আটকে গেছে। ফিরহাদ হাকিম বলেন বর্তমানে অনলাইনে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। তাও মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে 'বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন' হচ্ছে। আগামী দিনে অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য (তথ্য ভাণ্ডারে থাকা) কলকাতা পুরসংস্থার ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হবে। পুর মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমারকে এমনই এক ওয়েবসাইট তৈরি নির্দেশ দিয়েছেন। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের কোথাও কোথাও জলাভূমি আছে, তার সম্পূর্ণ তালিকা পুর ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হবে। ক্রেতারা জমি কেনার আগে ওই জমির বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি ওই ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যাবে। ক্রেতারা ওয়েবসাইটে গিয়ে জমির চরিত্র দেখে নিয়ে, জমিটি কেনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক। তাছাড়াও মিউটেশন, সম্পত্তিকর সংক্রান্ত তথ্যও ওয়েবসাইটে সামগ্রিকভাবে দেওয়ার বিষয়ে পুর আধিকারিকদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী দিলেন 'বেহালার গর্ব' সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১১–র পর থেকে স্থানীয় বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক নিজ উদ্যোগে এই বিধানসভা ক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত সরকারি–বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে ডব্লুবিবিএসই, ডব্লুবিসিএইচএসই, সিবিএসই, আইএসই বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় প্রতি বিদ্যালয় থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান করে থাকেন। এবারের 'বেহলার গর্ব কৃতী ছাত্রছাত্রী সম্মাননা' অনুষ্ঠানটি গত ১৫ সেপ্টেম্বর বেহালার শরৎসদন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে এই বিধানসভা কেন্দ্রস্থিত ৪২ বিদ্যালয়ের মোট ১৫১ জনকে যশস্বী সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর', সাহিত্যিক মণিশঙ্কর

মুখোপাধ্যায় (শংকর) রচিত 'আহারে অনাহারে বিবেকানন্দ' নামক অমূল্য দু'টি বই, স্যামসং কোম্পানির স্মার্ট ফোন, কেক মিষ্টি, উত্তরীয় ও সম্মাননা পত্র দিয়ে কৃতী বিদ্যার্থীদের সম্মানিত করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সিধু–কানহু–বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক দীপক কর, শিক্ষাবিদ কার্তিক মান্না, প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ও ১১৯, ১২৫–১২৬, ১৩০, ১৩২ ওয়ার্ডের বর্তমান ওয়ার্ড কো–অর্ডিনেটরসহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া এই সম্মাননায় সম্মানিত বেহালা গার্লস হাই স্কুলের (উ. মা.) বরাবরের কৃতী ছাত্রী সরসুনাবাসী অদ্বিতীয়া রায়ের প্রতিক্রিয়া 'আমার শিক্ষাজীবনে প্রথমবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া 'কৃতী সম্মাননা' আমার সারাটা জীবন মনের মণিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তবে এদিনের কৃতী ছাত্রছাত্রী সম্মাননা অনুষ্ঠানে স্কুল–কলেজ কবে খুলবে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় শিক্ষামন্ত্রী কোনও সদুত্তর জানাতে পারেননি। কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিটা দিন হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিদ্যালয় খোলার কথা ভাবা হবে।

ক্যানিং পূর্বে শুরু হল দ্বিতীয় বর্ষের বিধানসভা কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মার্চ মাস থেকে সমগ্র দেশজুড়ে হানা দিয়েছে মহামারী করোনা ভাইরাস। আর এই ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে আতঙ্কে জর্জরিত সাধারণ মানুষ।এমন কঠিন পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘদিন যাবত খেলাধূলা বন্ধ রয়েছে। করোনা পরিস্থিতি উপেক্ষা করে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লার উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকালে শুরু হল ২য় বর্ষের বিধানসভা কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং পূর্বের জীবনতলায় থানার হাওড়ামারি মিলন সংঘ ফুটবল গ্রাউন্ডে বিধানসভা কাপ

ফুটবল খেলার সূচনা করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী।

এদিন বিধানসভা কাপ ফুটবল খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, সোনালি গুহ ,বিশ্বনাথ দাস, জেলাপরিষদের সভাধিপতি শামিমা সেখ,ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।এদিন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা চেড়ি টাইটান ক্লাব বনাম নোয়াপাড়া ইয়ংস্টার ক্লাব ও তরুণতীর্থ সোসাইটি বনাম বাজেরআইট ডায়মন্ড স্পোর্টিং ক্লাব এর মধ্যে।

ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার মধ্যে এই ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে ২৪০ টি ফুটবল টিম।এলাকার ১৬ টি মাঠে দুমাস ধরে এই প্রতিযোগিতা চলবে বলে জানা গেছে।এদিন এই বিধানসভা ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখতে দেখতে প্রচুর মানুষের উন্মাদনা ছিল নজর কাড়া।

বেহালা পূর্বে তৃণমূল প্রার্থী কী তারক সিং?

নিজস্ব প্রতিনিধি : দমকা হাওয়ায় দু'দিন ধরে উড়ছিল, হাওয়ার তীব্রতা কমতে তা আবাসনের আঙিনায় এসে পড়ল। রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পূর্ব (১৫৩) বিধানসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থায়ী বিধায়ক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে এবার প্রার্থী হচ্ছেন কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশী দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুর প্রশাসকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তারক সিং তা গত ১৩ সেপ্টেম্বরে আবাসন আঙিনার আলাপচারিতায় পরিষ্কার হল। এদিন ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কো অর্ডিনেটর তারক সিংকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ওয়ার্ডের বিভিন্ন আবাসনের আবাসিকদের সঙ্গে বেহালা পশ্চিমের (১৫৪) বিধায়ক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখা করে তাদের বিভিন্ন সুবিধা–অসুবিধা কী আছে তা জানতে চাইলেন। প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য বিজেপির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য পদে স্থান পাওয়ায় আপাতত বিজেপি'তেই সক্রিয় হতে চলেছেন শোভন ও বৈশাখী, এমনই খবর সংবাদ সূত্রের। বর্তমানে তিনি অবশ্য বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। তিনি এই কেন্দ্র থেকে ২০১৬তে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৭.৩৩ শতাংশ। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পান প্রদত্ত ভোটের ৩৫.৪৩ শতাংশ। আর বিজেপি প্রার্থী পান মাত্র ১০.৭১ শতাংশ ভোট। তারপর ২০১৮–র নভেম্বরে রাজ্য মন্ত্রিসভা ও কলকাতার মহানাগরিক পদ থেকে পদত্যাগ এবং ২০১৯–এর ১৪ আগস্ট বিজেপিতে যোগদান করার পর প্রায় দু'বছর ধরে এই কেন্দ্রটি কার্যত বিধায়কহীন অবস্থায় দক্ষিণ কলকাতার বুকে পড়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ২০২১–এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে চলেছেন ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর তারক সিং। এলাকায় ডাকাবুকো ও লড়াকু নেতা তারক সিংকে এবার বিধায়ক হিসেবেই দেখতে চাইছেন বেহালা পূর্বের বাসিন্দারা। কারণ তিনি এই কেন্দ্রের দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা। তবে বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে আরও দুটি নাম তৃণমূল প্রার্থীর তালিকায় রয়েছে। দ্বিতীয় নামটি হল ১২০ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর তথা ১৩ নম্বর বরো কমিটির কোঅর্ডিনেটর সুশান্ত ঘোষ আর তৃতীয় নামটি অবশ্যই শোভন সহধর্মিনী রত্না চট্টোপাধ্যায়।

এই ত্রয়ীর নাম নিয়ে বেহালা পূর্বের তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে জোর জল্পনা–কল্পনা ও গুঞ্জন চলছে। যে যার পছন্দের প্রার্থীকে চাইছেন বেহালা পূর্ব কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে। আর এ নিয়েই জলঘোলা হচ্ছে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এই তিন জনের মধ্যে যে কেউ একজনই তো টিকিট পাবেন। সেক্ষেত্রে টিকিট না পাওয়া অন্য দু'জনের 'লবি' ক্ষুব্ধ হতে পারে, এমন কী তৃণমূলের বিরোধিতাও করতে পারে বলেই তাদের ধারণা। তাই এই কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিট দেওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিকে আলোচনায় উঠে আসছে আরও একটি নাম তিনি হলেন শক্তিপদ মণ্ডল। তিনি বেহালা তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দীর্ঘদিন বাম বিরোধী আন্দোলন ও তৃণমূলের দুঃসময় থেকে দলের যে কোনও কর্মসূচিতে যুক্ত রয়েছেন।

ঐতিহাসিক রডন স্কোয়ারে বনসৃজন–সৌন্দর্যায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত রডন স্ট্রিট লাগোয়া দীর্ঘদিন যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা জলাভূমিতে (রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরের ঠিক পাশে) কলকাতা পুরসংস্থা 'আর্বান ফরেস্ট্রি' তৈরি করতে চলেছে। প্রায় সাড়ে চার একরের জমিটি দীর্ঘদিন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকা সংস্কার না হওয়া মধ্য কলকাতার রডন স্কোয়ারে কলকাতা পুরসংস্থা বনসৃজন ও সৌন্দর্যায়ন সঙ্গে আলোকায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর পুর আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতার রডন

স্কোয়ারের ওই জায়গাটি পরিদর্শন করেন। কলকাতার মুখ্য পুর প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। পুর সূত্রে খবর, বাম জমানায় জনপ্রিয় 'রডন স্কোয়ার আন্দোলন' নামে খ্যাত এই জায়গাটি জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অবস্থায় ভিতরে একটি বৃহদায়তন জলাশয় আছে। স্থানীয় নাগরিকদের একাংশ সেখানে নিত্যদিন জঞ্জাল ফেলছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফিরহাদ হাকিম জানান, কলকাতার পরিবেশ রক্ষায় রডন স্কোয়ারের সংস্কার ও উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভিতরে থাকা পুকুরটির চারপাশে হাঁটাচলার জন্য রাস্তা হবে। প্রচুর গাছ লাগানো হবে। পুকুরের পাশে বসার চেয়ার তৈরি হবে। প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' (এনভায়মেন্ট অ্যান্ড হেরিটেজ কনজারভেশন ডিপার্টমেন্ট) এই কাজে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। টাকাটার থেকেও বড়ো বিষয় হল পরিবেশ রক্ষায় এই জায়গা মধ্য কলকাতাবাসীদের উপকারে আসবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com